৩য় পৃষ্ঠার পর

দিতে হবে সেটি কিন্তু না। উন্নত বিশ্বেও সবাই গবেষণা করে না। এখানে সুযোগ দিতে হবে যারা গবেষণার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এবং যাদের আগ্রহ আছে। আমাদের সে সুযোগ করে দিতে হবে। নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয় কিন্তু সে জায়গায় কাজ করছে। আমাদের একটি জিনিস মাথায় রাখতে হবে সব সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে তথ্যপ্রযুক্তির ক্ষেত্রে অনেক বেশি গুরুত্ব দিতে হবে। সেজন্য উন্নতমানের ল্যাব, যন্ত্রপাতি দরকার। আমরা জাতি হিসেবে কিন্তু এখনো গবেষণামনস্ক হয়ে উঠতে পারিনি। শুধু আমাদের কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো সে জায়গায় সফল হয়েছে। গবেষণা বিষয়টি অনেক অ্যাডভান্স বিষয়। যেখানে আমরা শিক্ষাদানের বিষয়টিতেই অনেক পিছিয়ে সেখানে জ্ঞান সৃষ্টি অনেক দূরের বিষয়। জ্ঞান দান যখন উন্নতমানের হবে তখন নতুন জ্ঞান সৃষ্টি হবে।

বৈশ্বিক বাজারে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের জন্য বাংলাদেশের গ্র্যাজুয়েট প্রফেশনালদের কোনো ইতিবাচক ব্র্যান্ড তৈরি হয়নি। উচ্চ শিক্ষার পর কোয়ালিটি জবে এটা একটা নেতিবাচক প্রভাব রাখছে। আপনি কী ভাবছেন এ বিষয়ে?

বৈশ্বিক বাজারে বাংলাদেশের গ্র্যাজুয়েটরা এখনো আকর্ষণীয় হয়ে ওঠেনি। আমরা এখনো যোগ্য গ্র্যাজুয়েট তৈরি করতে পারছি না। তবে আমাদের প্রতিভাবান ছাত্র রয়েছে। তারা উন্নত বিশ্বে গিয়ে পড়াশোনা করছে, বিশ্বখ্যাত প্রতিষ্ঠানে অবদান রাখছে, চাকরির সুযোগ সৃষ্টি করছে। তবে পরিসংখ্যানে এখনো পিছিয়ে। আপনি যদি দক্ষ গ্র্যাজুয়েট তৈরি করতে না পারেন তাহলে বৈশ্বিক বাজারে সুযোগ নিতে পারবেন না। এখান থেকে যে সম্ভব না তা কিন্তু নয়। সমস্যা হলো আমরা গ্র্যাজুয়েটদের সার্টিফিকেট দিয়ে রাস্তায় ছেড়ে দিই, দক্ষ করে গড়ে তুলি না এবং প্রয়োজনীয় প্রযুক্তির জ্ঞান তাদের নেই। এগুলো ক্লাসরুমের জ্ঞান দ্বারা সম্ভব না। এর জন্য রাষ্ট্রের, প্রতিষ্ঠানের, সমাজের, ইন্ডাস্ট্রির সহযোগিতা দরকার। সে জায়গায় নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি জাপান ও চীনের প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে কাজ করে শত শত বাংলাদেশী শিক্ষার্থীকে ওই সব দেশে চাকরি দিচ্ছে। এ দেশে সমস্যা হচ্ছে আমরা এখনো জ্ঞানের জায়গায় রেজাল্টকে গুরুত্ব দিচ্ছি। বাংলাদেশে শিক্ষা ব্যবস্থাকে একটি রেজাল্টভিত্তিক জায়গায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে। রেজাল্টের বাইরে যে একজন ছাত্রের অন্য ক্ষেত্রে জ্ঞান রয়েছে রাষ্ট্র সেটাকে গুরুত্ব দেয় না। যার কারণে একজন শিক্ষার্থীর মৌলিক জ্ঞান গুরুত্ব পায় না। দেশ, সমাজ, পরিবার, প্রতিষ্ঠান সবাই তার রেজাল্ট দেখে বিচার করে। আমাদের রেজাল্টভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে চিন্তা না করে প্রাসঙ্গিক অন্যান্য জ্ঞানকে গুরুত্ব দিতে হবে। পাশাপাশি ছেলে-মেয়েদের প্রযুক্তিগত জ্ঞান দিতে হবে যেন ভবিষ্যতে সে এগিয়ে যেতে পারে। তাই আমাদের উচিত বিভিন্ন কো-কারিকুলাম কার্যক্রমের মাধ্যমে একজন মানুষের সুপ্ত প্রতিভা-সম্ভাবনাকে বের করে আনা। এসব জায়গা আমাদের গুরুত্ব দিতে হবে।

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে পর্যাপ্ত আসন না থাকায় বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের যাত্রা শুরু। কিন্তু বলা হয় বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে ধনিক শ্রেণীর সন্তানরা ভর্তি হয়। এ বিষয়ে আপনার মতামত কী?

এটি সঠিক নয়। আমাদের নর্থ সাউথে এখন ৮০ শতাংশ ছাত্র-ছাত্রী দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসে। এখানে মফস্বলের ছেলেমেয়েরা পড়ছে। ধনীর সন্তানরা পড়ছে পূর্ণ টিউশন ফি দিয়ে আর গরিব ঘরের সন্তানরা পড়ছে টিউশন ফির সহযোগিতা নিয়ে। এ নিয়ে মানুষের মধ্যে ভ্রান্ত ধারণা রয়েছে। মানুষ বুঝতে পারে না যে পৃথিবীতে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোই সবচেয়ে বেশি সুনামধারী। আমি মনে করি সবার পড়াশোনার দায়িত্ব রাষ্ট্রের নেয়া উচিত। কিন্তু কোনো রাষ্ট্র তো সেটি পারেনি, পারবেও না। আমরা যদি বলি সব বাচ্চার স্কুলে যাওয়া উচিত একই সুবিধা নিয়ে। সেটা কি আমরা করতে পারব? যখন এক্ষেত্রে আমরা ভিন্ন কোনো উপায় বের করি সেটিরও বিরোধিতা করা হয়। অন্য প্রতিষ্ঠানের চেয়ে নর্থ সাউথ ভিন্নভাবে কাজ করে। আমরা আর্থিক সহযোগিতা, ফেলোশিপ দিয়ে থাকি, যা সবার জন্য প্রযোজ্য। তাই বলছি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় হচ্ছে সেই বিশ্ববিদ্যালয় যেখানে টিউশন ফি থেকে সবকিছু বজায় রাখে। এ টিউশন ফি পাবলিকের ক্ষেত্রে রাষ্ট্র দেয় আর প্রাইভেটে ব্যক্তি দেয়। কিন্তু মাথাপিছু হিসেবে এটি সবার কাছ থেকে যাচ্ছে। আমাদের সেভাবে চিন্তা করতে হবে।

এবারের শিক্ষা দিবসের প্রতিপাদ্যে এআইয়ের কথা বলা হয়েছে, যা খুবই প্রাসঙ্গিক। কিন্তু আমি যদি এখন এআইয়ের একটি প্রোগ্রাম চালু করতে চাই তাহলে যে প্রতিবন্ধকতা রয়েছে সেগুলো পেরিয়ে আসতে তিন বছর সময় লাগবে। যখন শুরু করব তখন পৃথিবীর প্রয়োজনে এটি আর থাকবে না। তাই এখানে নমনীয়তা থাকতে হবে যে প্রতিষ্ঠান বা শিক্ষক যেটি পড়ানোর চেষ্টা করবে সেটির জন্য সব সুযোগ করে দিতে হবে। কিন্তু আমাদের নিয়ন্ত্রণ করে রাখা হয়ে। যারা নিয়ন্ত্রণ করছে তাদের আবার জ্ঞানের অভাব আছে। তাদের সত্যিকারের জ্ঞান নেই। এটা বাংলাদেশের উচ্চ শিক্ষার সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধকতা। এখানে যে বিষয়টি আপনি পরিচালনা করতে পারছেন না সেটিই আপনি নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করেন। যখন প্রতিষ্ঠানগুলো স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারবে তখন খারাপ জিনিসটি হারিয়ে যাবে আর ভালোটি টিকে থাকবে।

শ্রুতলিখন : **এবিএস ফরহাদ**